গাংনীর বাঁশবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পচা ডিম ও পাউরুটি দিলেন ঠিকাদার

মেহেরপুরের গাংনীর বাঁশবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পচা ডিম ও ছত্রাকযুক্ত পাউরুটি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান সুশীলন এনজিওর নির্বাহী পরিচালক মোস্তফা নুরুজ্জামানের বিরুদ্ধে।

আজ বুধবার দুপুরে সরেজমিনে গিয়ে গাংনী পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাঁশবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পচা ডিম ও ছত্রাকযুক্ত পাউরুটি দেওয়ার এ দৃশ্য দেখা গেছে।

চলতি বছরের ২৯ মার্চ স্কুল ফিডিং কর্মসূচি চালু হওয়ার পর থেকে গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুর রশিদের যোগসাজশে নিম্নমানের খাদ্যপণ্য দেওয়া হলেও কোনো ব্যবস্থাই নিচ্ছে না কর্তৃপক্ষ। এ নিয়ে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকদের মাঝে ক্ষোভ বিরাজ করছে।

গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, গাংনী উপজেলার ১৬২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৮ হাজার ৩৪৭ জন শিক্ষার্থীর জন্য স্কুল ফিডিং কর্মসূচির আওতায় পাউরুটি, কলা, ডিম, দুধ ও বিস্কুট সরবরাহ করা হয়। খাদ্য সরবরাহের শুরু থেকেই নানা অভিযোগ উঠলেও কর্তৃপক্ষের নজরদারির অভাবে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে সরকারি টাকা লুটপাট করা হচ্ছে।

বাঁশবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী অনিক হাসান বলে, “আমাদের বিদ্যালয়ে বুধবার পচা ডিম ও পাউরুটি দিয়েছে। এটা শিক্ষার্থীদের জন্য ক্ষতিকর। এটা খেলে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ব।”

চতুর্থ শ্রেণির আরেক শিক্ষার্থী সাবিত হোসেন বলে, “আমি একটি ডিমের খোসা ছাড়ানোর সময় পানি বের হতে দেখি। পরে বুঝতে পারি এটি পচা ডিম। এরপর ফেলে দিই। নিম্নমানের খাবারের কারণে আমরা

স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়ব।”

তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী আমির হামজা জানায়, “প্রায়ই পচা ও দুর্গন্ধযুক্ত ডিম, পচা পাউরুটি ও দুধ দেয়। কোনো কোনো দিন খেতে পারি, কোনো কোনো দিন খেতে পারি না।”

পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী বায়জিদ জানায়, “সরকার ভালো মানের খাবারের জন্য টাকা দিচ্ছে, অথচ আমাদের নিম্নমানের খাবার দেওয়া হচ্ছে। নিম্নমানের খাবার খেয়ে এই বিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে কুষ্টিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল।”

অভিভাবক সুখী আক্তার বলেন, “আমাদের বাচ্চাদের যে খাবারগুলো দেওয়া হয়, সেগুলো ভালো হওয়া দরকার। নিম্নমানের খাবার খেলে আমাদের সন্তানরা অসুস্থ হয়ে পড়বে। তাই সরকারের কাছে অনুরোধ, বিতরণকৃত খাবারগুলো যেন যথাযথভাবে তদারকি করা হয়।”

কাজিপুর গ্রামের অভিভাবক শহিদুল ইসলাম বলেন, “শিশুদের দৈনন্দিন পুষ্টির ঘাটতি পূরণ, শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আসতে উৎসাহিত করা এবং ঝরে পড়া রোধে সরকার বিপুল পরিমাণ টাকা ব্যয় করছে। অথচ তদারকির অভাবে নিম্নমানের খাবার দেওয়া হচ্ছে।”

বাঁশবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মাজারুল ইসলাম বলেন, “পচা ডিম ও নিম্নমানের খাদ্য দিলেও কিছু বলার বা করার থাকে না। বারবার কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও তারা কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। বরং বলতে গেলে হয়রানির শিকার হতে হয়।”

গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুর রশিদ জানান, এ বিষয়ে তাঁর কিছু করার নেই।

সুশীলন এনজিওর নির্বাহী পরিচালক মোস্তফা নুরুজ্জামানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। তবে তাঁর প্রতিনিধি, সুশীলন এনজিওর এরিয়া ম্যানেজার সুমন আলী বলেন, “কোনো বিদ্যালয়ে পচা ডিম বা পাউরুটি গেলে অভিযোগ পেলে সেগুলো পরিবর্তন করে দেওয়া হবে।”

কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস সামাদ বলেন, “পচা বা নষ্ট ডিম খেলে মারাত্মক ফুড পয়জনিং বা খাদ্যবিষক্রিয়া হতে পারে। এছাড়া তীব্র পেটব্যথা, বমিভাব, পাতলা পায়খানা, ডায়রিয়া বা শরীর দুর্বল হয়ে যেতে পারে। আরও নানা

ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে।”

মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সুকুমার মিত্র বলেন, “পচা ডিম বা নিম্নমানের পাউরুটি ও কলা দেওয়ার কোনো তথ্য আমার কাছে নেই। তবে অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

মেহেরপুরে ঠিকাদারদের নিয়ে এলজিইডি’র কর্মশালা

মেহেরপুরে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)’র ঠিকাদারদের নিয়ে জাতীয় দরদাতাদের ডাটাবেসের উপর দিনব্যাপী এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আাজ মঙ্গলবার (৯ জুলাই) পৌর কমিউনিটি সেন্টারে মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা দুই জেলার দরদাতাদের নিয়ে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)’র আয়োজনে ও ডেভলপমেন্ট ডিজাইন এন্ড কনস্ট্রাকশন (ডিডিসি)’র সহযোগিতায় কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন প্রকিউভমেন্ট ডিপার্টমেন্টের নির্বাহী প্রকৌশলী সোনিয়া নওরীন।

এসময় তিনি বলেন, সরকারী ক্রয় ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি ইজিপি সিস্টেমে ন্যাশনাল টেন্ডারার্স ডেটাবেস (এনটিডিবি) মডিউল অন্তর্ভুক্ত করেছে। যা দরপত্রে অংশগ্রহণকারী দরদাতাদের পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা এবং চুক্তি বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত সনদপত্রের পুনরাবৃত্তিমূলক যাচাই এড়ানো সহ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, দরদাতাগণের পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার সনদসমূহ ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা এবং যাচাই করা হলে, সেগুলি ই-জিপি সিস্টেমে অনলাইনে অন্তর্ভুক্ত করা হবে যাতে ঠিকাদারদের সারা দেশে বিভিন্ন সংস্থার কাছে বারবার

অভিজ্ঞতার রেকর্ড জমা দিতে না হয়।

ডিডিসি সদস্য মাহাথির মহিউদ্দীনের সঞ্চালনায় এ সময় মেহেরপুর নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ শাখাওয়াত হোসেন, চুয়াডাঙ্গা নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, ডিডিসি এর আই সিটি ডিভিশনের প্রধান মোঃ জিয়াউর রহমান, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম এ খালেক, মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আমাম হোসেন মিলুসহ এলজিইডির দুই জেলার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

রাধাগোবিন্দপুর ধলাতে নিম্ন মানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা নির্মাণের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনীর রাধাগোবিন্দপুর ধলাগ্রামে হেরিং বন্ড (এইবিবি) স্থানীয়দের অভিযোগের প্রেক্ষিতে বন্ধ করে দিয়েছে উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা।

গতকাল শনিবার দুপুরে গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিরঞ্জন চক্রবর্তীর যোগসাজগে ঠিকাদার ইসমাইল হোসেন রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামের হাল মাঠের রাস্তায় হেরিং বন্ড করার সময় নিম্ন মানের ইট ও কাঁদাযুক্ত বালি দিয়ে রাস্তা করার অভিযোগে গ্রামের লোকজনের অভিযোগের প্রেক্ষিতে কাজ বন্ধ করে দেন তিনি। এদিকে নিম্নমানের মালামাল অপসারন করে বিধি মোতাবেক কাজ করার দাবিতে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসি।

এদিকে স্থানীয় সমাজ সেবক খোরশেদ আলম খুশি মিয়া রাস্তায় নিম্ন মানের সামগ্রী ব্যবহার বন্ধের দাবি করলে ঠিকাদারের ক্যাডার রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামের লিয়াকত আলীর ছেলে পলাশ তাকে লাঞ্চিত করে। এসময় গ্রামবাসির সাথে ঠিকাদারের লোকজনের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে কাথুলী ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানার হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

জানা গেছে,দূর্যোগ ব্যবস্থপনা অধিদপ্তরের গ্রামীন মাটির রাস্তা সমূহ টেকসই করণ প্রকল্পের আওতায় (২য় পর্যায় প্রকল্প এইবিবি) গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামে দুটি মাঠের রাস্তা রয়েছে।

একটি রাস্তার ঠিকাদার মেহেরপুরের ইসমাইল হোসেন অপরটি সাবেক সংসদ সদস্য মো: সাহিদুজ্জামান খোকনের ভাতিজা তেরাইল গ্রামের রিটু।

ধলা মাঠের রাস্তাটি প্রায় ৮০ লাখ টাকা ব্যায়ে লটারির মাধ্যমে কার্যাদেশ পায় মেহেরপুরের ঠিকাদার ইসমাইল হোসেন। কাজটির শুরুতে কাঁদাযুক্ত বালি নিম্নমানের ইট ও বিধি মোতাবেক কাজ না করার অভিযোগ উঠে। এনিয়ে ঠিকাদার সহ তার লোকজনের সাথে কয়েক দফায় গ্রামবাসির সাথে বাকবিতন্ডের ঘটনা ঘটে।

কাথুলী ইউনিয়ন ৫ নং ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি আব্দুল বারী বলেন, নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করায় এলাকাবাসি অভিযোগ তুললে ঠিকাদারের ক্যাডার বাহিনী খোরশেদ আলম খুশি নামের এক সমাজ সেবককে লাঞ্চিত করে। এঘটনায় ঠিকাদার ও তার ক্যডার বাহিনীর বিচার দাবি করেন তিনি।

ধলা গ্রামের আব্দুর রহমান বলেন, রাস্তায় ইট ও বালি নিম্নমানের ব্যবহার করা হচ্ছে। ঠিকাদারকে বললে চাঁদাবাজির মামলার হুমকি দিচ্ছে।

৫ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল মালেক বলেন, সরকার ১ নং ইট ও উন্নত মানের বালি ও বিধি মোতাবে পানি ব্যবহার করতে নির্দেশনা দিলেও ঠিকাদার নিম্ন মানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করছে। স্থানীয় ইউপি সদস্য আনারুল ইসলাম ও ফারুক হোসেন বলেন,এই রাস্তার জন্য কৃষক থেকে শুরু করে এই অঞ্চলের মানুষ চরম দূর্ভোগে ছিলো। এলাকাবাসির প্রত্যাশা ছিলো সরকারী বিধি মোতাবেক কাজ হবে কিন্তু ক্ষমতার দাপটে নিম্ন মানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করছে।

সমাজ সেবক খোরশেদ আলম খুশি বলেন, সরকারী টাকা তসরুপাত হচ্ছে এটার প্রতিবাদ করতে গিয়ে লাঞ্চিত হয়েছি। কি আর বলবো। এ বিষয়ে কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা জানান আমার নির্বাচনী এলাকা ৫ নং ওয়ার্ড রাধাগোবিন্দ পুর ধলাতে হেরিং বন্ডের কাজ চলছে এই কাজের ইট বালি মান খারাপ হওয়ায় স্থানীয় রা কাজটি বন্ধ করে দেয়।

পরে ঠিকাদারের সাথে একটু ঝামেরা তৈরী হয় তৎক্ষনাৎ খবর পেয়ে ছুটে যায়, এবং উপজেলা নির্বাহী স্যারের নির্দেশনায় কাজটি বন্ধ রাখা হয়েছে। কথা বলতে রাজি হননি ঠিকাদার ইসমাইল হোসেন। এ বিষয়ে জানতে চাইলে গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিরঞ্জন চক্রবর্তীর মোবাইল ফোনে কল দেয়া হলে তিনি প্রথমে কেটে দেন পরে আবারো কল দেয়া হলে তিনি রিসিভ করেনি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা বলেন, নিম্নমারে সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে এমন অভিযোগের প্রেক্ষিতে কাজ বন্ধ করতে বলা হয়েছে।

দূর্যোগ ব্যবস্থপনা অধিদপ্তরের গ্রামীন মাটির রাস্তা সমূহ টেকসই করণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) প্রকল্প পরিচালক বিপুল চন্দ্র বিশ্বাস বলেন, কোন ভাবেই নিম্ন মানের সামগ্রী ব্যবহার করা যাবেনা। সরকারী বিধি মোতাবেক কাজ করতে হবে। নিম্ন মানের সামগ্রী ব্যবহারের বিষয়ে বিল বন্ধ সহ এ বিষয়ে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে। সরকারের বদনাম হয় এমন কাজ কোন ভাবেই করতে দেয়া হবেনা।

ঠিকাদার ও সড়ক বিভাগের গাফিলতিতে এখন ধুলার শহর গাংনী

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী উপজেলা শহর এখন ধুলার শহরে পরিনত হয়েছে। সড়ক বিভাগের গাফিলতির কারণে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার ও প্রতিদিন পানি না ছিটানোর জন্য দিনের বেলায় অন্ধকার মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলা শহর।

ধুলায় ঢাকা পড়েছে জনগুরুত্বপূর্ণ ও জনবহুল এই জনপদ। শহরে উড়ছে ধুলা-বালু। ধুলার কারনে গাংনী উপজেলা শহরে বেড়েছে বায়ু দূষণের মাত্রা। রাস্তায় নেমেই নাকাল হচ্ছেন শহরবাসী। নাকে-মুখে, চোখে ধুলা ঢুকে দমবন্ধ হওয়ার উপক্রম। দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে জনজীবন।

দূষিত পরিবেশে বাড়ছে রোগ-বালাই। বিশেষ করে অ্যাজমা, এলার্জি,

কাশিসহ শ্বাসকষ্টজনিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে শিশু ও বৃদ্ধরা। হাসপাতাল, ক্লিনিক ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের চেম্বারে বাড়ছে রোগীর সংখ্যা। এমন দূষণে চরম হুমকির মুখে উপজেলার জনস্বাস্থ্য।

এদিকে রাস্তা নির্মান কাজের ধীরগতিতেও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন এলাকাবাসী। সড়ক ও জনপদের কর্মকর্তাদের কর্মকাণ্ড নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তারা। অনেকে অতিষ্ঠ হয়ে বলেছেন এ অবস্থা দেখার কী কেউ নেই?

গাংনী সিনেমা হলপাড়া এলাকার বাসিন্দা আরোজ আলী ও দোকানী বাদল মিয়া বলেন, প্রধান সড়কের পাশে হাটু পর্যন্ত ধুলা জমেছে। যানবাহনগুলো যাওয়ার সাথে সাথে ধুলোয় অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে এলাকা। দোকানের মধ্যে এমন কি বাসা বাড়িতেও ধুলায় ভর্তি হয়ে যাচ্ছে।

স্কুল শিক্ষক আবু হোসেন ও ব্যাংক কর্মকর্তা বাবু বলেন, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে চলাফেরা করছি। ব্যবসায়ী আনারুল মিয়া ও সেন্টু আলী বলেন, আমাদের ট্যাক্সের টাকায় সরকারের কর্মকর্তারা গাড়িতে এসি লাগিয়ে চলাফেরা করেন। এগুলো তাদের চোখে পড়েনা? প্রশ্ন করে বলেন, ট্যাক্সের টাকা যদি জনগণের কাজেই না লাগে তাহলে, কেন আমরা ট্যাক্স দেব?

গাংনী হাসপাতাল বাজার এলাকার রিন্টু মিয়া বলেন, রাস্তার উন্নয়ন কাজ চলছে একটু সমস্যা হবে সেটা আমরা জানি। কিন্তু, রাস্তার পাশে খুড়ে সেখানে বালি খোয়া ভরাট না করে ফেলে রেখেছে। খোয়া নির্দিষ্ট পরিমান না দিয়ে শুধু স্থানীয় বালি দেওয়ার কারনে ধুলাবালির সৃষ্টি হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট বিভােগের কর্মকর্তাদের সেদিকে খেয়াল নেই।

শিশিরপাড়া গ্রামের আনসার আলী ও মোজাম্মেল হক বলেন, আমাদের শ্বাসকষ্টের সমস্যা রয়েছে। এই ধুলার মধ্যে প্রতিদিন গাংনী শহরে যাওয়া আসা করতে শ্বাসকষ্টের সমস্যা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে।

রিকশাচালক হান্নান মিয়া বলেন, অনেক দিন ধরেই রাস্তার এ অবস্থা। আমরা রিকশা চালকরা সবচেয়ে বেশি বিপদে আছি। ধুলাবালির কারণে রিকশা চালাতে খুব সমস্যায় পড়তে হয়। ধুলাবালিতে মাস্ক ব্যবহার করি, কিন্তু কতক্ষণ আর মাস্ক পড়ে থাকা যায়?

গাংনী শহরের ব্যবসায়ী মিনারুল ইসলাম ও ফুটপথের ব্যবসায়ী আলমগীর হোসেন বলেন, সড়কটির কাজ হচ্ছে একেবারেই কচ্ছপ গতিতে। কাজে গতি

আনার উদ্দোগ নিতে হবে।

রাস্তা সংস্কারের জন্য যে পরিমান ধুলা হয় সেটা বন্ধ করতে হলে সড়ক ও জনপদ অফিসের মাধ্যমে দিনে অন্তত্য তিন বার পানি ছিটানোর ব্যবস্থা করতে হবে। প্রায় ৫/৬ মাস এ অবস্থায় থাকলেও মাসে একদিন পানি ছিটানো হচ্ছে না।
দ্রুত সড়কটি মেরামতের কাজ শেষ করে ধুলা থেকে মুক্তি চান গাংনীবাসি।

সড়ক ও জনপদ বিভাগ (সওজ) সূত্রে জানা যায়,প্রায় আট শ কোটি টাকা ব্যয়ে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের তিনটা প্যাকেজে আট কিলোমিটার ফোর লেনসহ নির্মাণ কাজ চলছে। যা মেহেরপুরের গাংনী অংশে প্রায় ৯০ কোটি টাকার উপরে ব্যায় ধরা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা শহরে প্রায় পৌণে চার কিলোমিটার ফোরলেন রাস্তা নির্মাণ হবে। গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্েসের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) আব্দুল আল মারুফ বলেন, ধুলাবালি মানব স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। ধুলাবালির কারণে অ্যাল্যার্জিক রাইনাইটিস, ইনফ্লুয়েঞ্জা, সাইনোসাইটিস, অ্যাজমা, বাধাজনিত শ্বাসরোগ, চোখ ওঠা, নিউমোনিয়া, রেসট্রিকটিভ লাঞ্চ ডিজিজ, ফুসফুস বা শ্বাসনালীর অন্য যে কোনো রোগ থাকলে তার প্রকোপ বৃদ্ধি পেতে পারে। ধুলার দূষণ এসব রোগের অন্যতম কারণ। এতে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকিও বাড়ছে।’

এবিষয়ে মেহেরপুর সড়ক ও জনপদ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী খন্দকার গোলাম মোস্তফা বলেন, রাস্তায় ধুলাবালি রোধ করতে নিয়মিত পানি ছিটানোর নির্দেশ রয়েছে। ঠিক আছে আমি ঠিকাদারকে বলে পানি ছিটানোর ব্যবস্থা করছি।

ঠিকাদার জাহিরুল লিমিটেডের মালিক জহিরুল ইসলামকে মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল দিলে একবার কল রিসিভ করলেও কথা না বলে কেটে দেন। ফলে তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

করেনি।

রবিবার সাড়ে ১১টার দিকে সহকারি প্রকৌশলী(সাব এসিসটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার) শহিদুল ইসলামকে সাথে নিয়ে কাজ পরিদর্শনে যায়। সেখানে সহকারিকে মারধর করে এবং আমাকেও অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে ঠিকাদার মিঠু। এঘটনায় শহিদুল ইসলামকে বাদী করে গাংনী থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করি।

ঠিকাদার দেলোয়ার হোসেন মিঠু জানান, আমি প্রতিটি কাজের জন্য ৩% টাকা দিয়ে আসছি প্রকৌশলী ফয়সাল আহম্মেদকে। আমার বাওট গ্রামে নির্মাণাধীন কাজের জন্য দফায় দফায় তাকে ঘুষ দিতে হযেছে। আবারও তিনি কাজ পরিদর্শনের নামে আমাকে সহকারি প্রকৌশলী শহিদুল ইসলামের সাথে কথা বলতে বলেন। আমি শহিদুল ইসলামের সাথে কথা বল্লে তিনি ১০ হাজার টাকা ঘুষ দাবী করে বলেন স্যারকে ১০ হাজার টাকা দিন তাহলে বিল ভাইচারে স্বাক্ষর করবেন। তা না হলে আপনাকে বিভিন্ন অযুহাতে বিল পরিশোধ করতে ঝামেলায় পড়তে হবে। তিনি আরও বলেন আমার কাজ ৮ মাস আগে নির্মাণকাজ শেষ করে বসে আছি। অনেক দায় দেনা করে কাজ শেষ করেও অফিস টাকা দিচ্ছেনা। পাওয়া দারদের টাকাও পরিশোধ করতে পারছিনা। এই নিয়ে কথাকাটাকাটি হয়েছে । লাঞ্চিত করার মত কোন ঘটনা ঘটেনি।

গাংনী থানার অফিসার ইনজার্চ(ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, এমন একঠি ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুরের সুবিধপুরে পৌনে ৩ কোটির টাকার ভবন গ্রহণ করেনি স্কুল কর্তৃপক্ষ

নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার ও ক্রটিপূর্ণ থাকায় দুই কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত ৪ তলা বিশিষ্ট একাডেমিক ভবন গ্রহণ করেনি মেহেরপুর সদর উপজেলার সুবিদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।